



## 109246 - তাওয়াফরে সময় কি বলবনে?

### প্রশ্ন

এই দোয়াগুলো একজন উমরাপ্রমৌ সংকলন করছেন। তিনি এগুলো উমরাকারীদের মাঝে বলি করতে চাচ্ছিলেন। তিনি আপনাদের কাছ থেকে এর মধ্যে কোনটি সঠিক কোনটি ভুল তা জানার জন্য থমে গেছেন। এ যিকিরিগুলোর মধ্যে রয়েছে যা উমরাকারীর প্রয়োজন: তাওয়াফকালে যা বলতে হয়, আল্লাহর হামদ ও স্তুতি দিয়ে প্রথম চক্কর শুরু করা, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিদুরূদ পড়া। এরপর দোয়া করা; মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয় দোয়াকে দুনিয়াবী দোয়ার উপর প্রাধান্য দোয়া।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমাদের জানামতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াফকালে পঠিতব্য কোন দোয়া বা যিকিরি নাই; বরুনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

দোয়াটি ছাড়া [মুসনাদে আহমাদ (৩/৪১১), সহহি ইবনে হিব্বান (৯/১৩৪), মুস্তাদরাকে হাকমে (১/৬২৫)]

এবং হাজারে আসওয়াদ অতিক্রমকালে তাকবীর দোয়া ছাড়া। [সহহি বুখারী (৪৯৮৭)]

পক্ষান্তরে অবশিষ্ট তাওয়াফে যিকিরি, দোয়া ও কুরআন তলোওয়াত যে কোনটা করার এখতিয়ার রয়েছে।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ (৩/১৮৭) গ্রন্থে বলেন:

“তাওয়াফের মধ্যে দোয়া করা, বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরি করা মুস্তাহাব। কেননা যিকিরি সর্ববাস্থায় মুস্তাহাব। আর এই ইবাদত পালনকালে সটে আরও বেশি উত্তম। এ সময় আল্লাহর যিকিরি কথিবা কুরআন তলোওয়াত কথিবা সৎ কাজের আদেশে কথিবা অসৎ কাজের নষিধে কথিবা যা না হলে নয় এমন কিছু ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা না-বলা মুস্তাহাব।” [সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন যমেনটি মাজমুউল ফাতাওয়াতে এসছে (২৬/১২২): “তাত (অর্থাতঃ তাওয়াফে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্দৃষ্ট কোন যিকিরি নাই; না তাঁর নির্দৃশে মাধ্যমে, না তাঁর কথার মাধ্যমে, না



তাঁর শিক্ষাদানরে মাধ্যম। বরং তিনি তাত শরয়িত উদ্ধৃত সকল দোয়া দিয়ে দোয়া করতনে। অনকে মানুষ মীযাবরে নীচে পঠতিব্য য়ে নরিদষ্টি দোয়ার কথা উল্লেখ করে কথিবা এ জাতীয় অন্য য়েগেলোর কথা বলে সে সবরে কোন ভতিত নিই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই বুকনরে মাঝে তাওয়াফ শেষে করতনে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এ দোয়াটি বলে। যমেনভাবে তিনি তার সকল দোয়া এর মাধ্যমে শেষে করতনে। ইমামদেরে সর্বসম্মতক্রমে এর মধ্যে কোন ওয়াজবি দোয়া নেই।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি যখনই হাজারে আসওয়াদে আসতনে তখন তাকবীর দতনে এবং বুকনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদরে মধ্যে বলতনে:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ থেকে তাওয়াফরে প্রত্যকে চক্করে পঠতিব্য বিশেষে কোন দোয়া বরণতি হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতি, তাওয়াফকারী দুনিয়া ও আখরিতরে কল্যাণরে যে দোয়া ইচ্ছা সে দোয়া করতে পারনে। শরয়িতসম্মত যে কোন যকিরি যমেন সুবহানাল্লাহ্ বলা, আলহামদু লিল্লাহ্ বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা কথিবা কুরআন তলোওয়াত ইত্যাদি করতে পারনে।”[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/৩২৭)]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।